রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১২, ২০২২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৫ আষাঢ় ১৪২৯/১৯ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং ৪০.০০.০০০০.০৪২.৩০.০০২.২০-১৩৩।—নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, সরকার এতদ্‌সংঙ্গে সংযুক্ত 'রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২০' (সংশোধিত-২০২২) অনুমোদন করেছেন তা এতদ্দ্বারা প্রকাশ করা হলো।

০২। 'রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২০' (সংশোধিত-২০২২) অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

‘রপ্তানিমুখী শিল্পের কর্মহীন হয়ে পড়া ও দুঃস্থ শ্রমিকদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা-২০২০’ (সংশোধিত-২০২২)

১. পটভূমি :

দেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমুখী শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত নানা কারণে এ খাতের শ্রমিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত বা কর্মহীন হয়ে দুঃস্থ হয়ে পড়েন। সম্প্রতি কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারী সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে; বাংলাদেশও এর থেকে ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানিপণ্যের বাজার ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহে এ মহামারীর কারণে রপ্তানি হ্রাস পেয়েছে। এ সংকটের প্রভাবে দেশের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি খাত তথা তৈরি পোশাক এবং চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্পসহ গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানিমুখী সেক্টরসমূহের একাধিক রপ্তানিমুখী কারখানে লে-অফ এবং উৎপাদন সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ বা সীমিতকরণে বাধ্য হয়েছে যার ফলস্বরূপ উদ্যোক্তা এবং শ্রমিক উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কারখানা সাময়িক বন্ধ বা উৎপাদন সীমিত হলে শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) ও শ্রম বিধিমালা, ২০১৫ অনুসারে শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। তবে, এ অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ায় এবং বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে আসায় ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির পরেও অনেক শ্রমিক কর্মহীন অবস্থায় মানবেতর জীবনযাপন করছে। এছাড়াও, অনেক অস্থায়ী শ্রমিক আইন অনুসারে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তির সকল শর্ত পূরণ না-করায় ক্ষতিপূরণ পাচ্ছেন না। এসবের পাশাপাশি, শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে বা নারী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সন্তান জন্মদানের কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজে ফিরতে না পারলে তাদের পারিবারিক আয় সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং আর্থিক অনটনের মধ্যে পড়তে হয়। এ প্রেক্ষাপটে, দেশের সকল রপ্তানিমুখী সেক্টরসমূহের দুঃস্থ শ্রমিকদের জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার এই সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যাতে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ফেডারেল জার্মান সরকার অর্থায়ন করতে সম্মত হয়েছে।

২. সংজ্ঞা :

(ক) শ্রমিক : শ্রম আইন, ২০০৬ এর ৪ ধারায় উল্লিখিত সকল শ্রমিক;

(খ) উপকারভোগী দুঃস্থ শ্রমিক : এই নীতিমালার ৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তসমূহ অনুসরণ করে নগদ সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত শ্রমিক;

(গ) শিল্প সংগঠন : (১) বাংলাদেশ গার্মেন্ট ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BGMEA), (২) বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BKMEA), (৩) লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (LFMEAB), এবং (৪) বাংলাদেশ ফিনিশড লেদার, লেদারগুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (BFLLFEA);

(ঘ) রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা : যেসকল তৈরি পোশাক কারখানা BGMEA অথবা BKMEA-এর সক্রিয় সদস্য;

(ঙ) রপ্তানিমুখী চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকা শিল্প কারখানা : যেসকল চামড়াজাত পণ্য ও পাদুকাশিল্প কারখানা LFMEAB অথবা BFLLFEA-এর সক্রিয় সদস্য;

(ঙ) (১) এছাড়াও অন্য কোনো রপ্তানিমুখী শিল্পসংগঠনের আওতাধীন কোনো কারখানার সক্রিয় সদস্য;

(চ) MIS : এই কার্যক্রম বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে তৈরি করা Management Information System;

(ছ) iBAS++ : বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে পরিচালিত Integrated Budget and Accounting System;

(জ) G2P : বাংলাদেশ সরকারের অর্থ সরাসরি ব্যক্তির নিকট প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি।

৩. কার্যক্রমের কৌশলগত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য :

দেশের সকল রপ্তানিমুখী শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে যারা কেভিড-১৯ মহামারীর কারণে সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদি কর্মহীনতার মুখে পড়েছেন অথবা অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে দুঃস্থ হয়ে পড়েছেন, তাদেরকে সাময়িক আর্থিক সুরক্ষা প্রদান।

৪. বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ শ্রম অধিদপ্তর এ কার্যক্রমের বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হবে। এ কার্যক্রমের বাজেট বরাদ্দ অধিদপ্তরের অনুকূলে প্রদান করা হবে। বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় রপ্তানিমুখী শিল্পের কারখানাসমূহ এবং শিল্প সংস্থাসমূহ সম্পৃক্ত থাকবে, অর্থাৎ কার্যক্রমটি বেসরকারি শিল্প মালিকদের সক্রিয় সহযোগিতায় বাস্তবায়িত হবে।

৫. সহায়তার প্রকৃতি ও পরিমাণ :

এ কার্যক্রমের আওতায় নির্বাচিত প্রত্যেক শ্রমিককে মাসিক ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা করে নগদ সহায়তা প্রদান করা হবে। একজন শ্রমিক সর্বোচ্চ তিন মাস এ নগদ সহায়তা পেতে পারেন। তবে, নির্বাচিত শ্রমিক এই তিন মাসের মধ্যে পুনরায় পূর্বতন কারখানায় বা অন্যত্র কোথাও নতুন কর্মে নিযুক্ত হলে যে মাস থেকে কর্মে নিযুক্ত হবেন সে মাস হতে আর এই নগদ সহায়তা প্রাপ্য হবেন না।

৬. উপকারভোগী দুঃস্থ শ্রমিক নির্বাচনের মানদণ্ড :

(ক) বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক এবং দেশের যে কোনো রপ্তানিমুখী শিল্পের আওতাধীন কোনো কারখানার শ্রমিক যিনি ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাস পর্যন্ত কোনো কারখানায় (কারখানার পে-রোল অনুযায়ী) কর্মরত ছিলেন;

(খ) যেসকল শ্রমিক দুর্ঘটনাজনিত কারণে শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েছেন এবং শারীরিক অসুস্থতার কারণে কাজে ফিরতে পারছেন না;

(গ) সন্তান জন্মদানকারী শ্রমিক যিনি শ্রম আইনের ৪৬ ধারা অনুযায়ী আর্থিক সুবিধাদি পাওয়ার শর্তের আওতাভুক্ত না হওয়ায় প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা বঞ্চিত এবং পুনরায় চাকরিতে বহালকৃত নন;

(ঘ) কোভিড-১৯ আক্রান্ত, অন্য কোনো রোগে এবং কাজ করতে অক্ষম শ্রমিক;

(ঙ) যেসব শ্রমিক সাময়িক চাকরি হারিয়েছেন এবং শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) অনুযায়ী আইনানুগ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্তর আওতাভুক্ত নন অর্থাৎ লে-অফকৃত বা ছাঁটাইকৃত শ্রমিক যাদের কোনো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা বা পরিষেবা দেওয়ার সময়কাল একটানা বা নিরবচ্ছিন্ন এক

বছরের বা ২৪০ দিনের কম হওয়ায় বা চাকরি অনুষ্ঠানিক চুক্তিভিত্তিক না হওয়ায় শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ২০ ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাওয়ার শর্তের আওতাভুক্ত নয় এবং যিনি এখনও কর্মহীন রয়েছেন;

(চ) যিনি শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা ২০ অনুযায়ী ছাঁচাইকৃত বা ১৬(৭) অনুযায়ী লে-অফকৃত ও পরবর্তী ছাঁটাইকৃত শ্রমিক এবং এখনও কর্মহীন রয়েছেন;

(ছ) লে-অফকৃত শ্রমিক যারা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (সংশোধিত ২০১৮) এর ধারা ১৬ অনুযায়ী এক বা দুই মাসের ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কিন্তু এখনো কর্মহীন রয়েছেন; এবং

(জ) ২০২০ সালের ০৮ মার্চের পর স্থায়ীভাবে কারখানা বন্ধের ফলে চাকরি হারানো শ্রমিক এবং যিনি এখনও কর্মহীন রয়েছেন।

৭. কারখানা কর্তৃক উপকারভোগী নির্বাচন :

(ক) দেশের সকল রপ্তানিমুখী সেক্টরের কারখানাসমূহ এই নীতিমালার ৬নং অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী উপকারভোগী শ্রমিক প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করবে;

(খ) কারখানা কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি শ্রম অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের সকল অফিস এবং প্রয়োজনে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের মাঠপর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে দুঃস্থ শ্রমিকের নাম, ঠিকানা, জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর, ব্যাংক/মোবাইল ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, মোবাইল ফোন নম্বরসহ বিস্তারিত তথ্য এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত MIS-এ আপলোড করবে;

(গ) আপলোড করা তথ্যের সঠিকতা যাচাইপূর্বক কারখানা কর্তৃক তা MIS-এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্প সংগঠনে প্রেরণ করবে। পাশাপাশি, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক নির্বাচিত শ্রমিকের তথ্য যাচাইয়ের সুবিধার্থে ফেব্রুয়ারি, ২০২০ মাসের পে-রোলের কপি শ্রম অধিদপ্তরকে সরবরাহ করবে।

৮. শিল্প সংগঠন কর্তৃক তথ্যের সঠিকতা যাচাই ও তথ্যের ভেলিডেশন :

(ক) শিল্প সংগঠনসমূহ সদস্য কারখানাসমূহ হতে MIS-এর মাধ্যমে পাওয়া তথ্য যাচাইপূর্বক সঠিক থাকলে MIS-এর মাধ্যমেই তা পেমেন্টের জন্য শ্রম অধিদপ্তরে অগ্রায়ন করবে;

(খ) কারখানা হতে প্রাপ্ত তথ্য অসম্পূর্ণ বা অসঙ্গতিপূর্ণ হলে তা শ্রম অধিদপ্তরে অগ্রায়ন না করে সংশ্লিষ্ট কারখানায় MIS-এর মাধ্যমে ফেরত পাঠাবে।

৯. শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন ও বিল দাখিল :

(ক) শ্রম অধিদপ্তর কারখানা কর্তৃক নির্বাচিত ও শিল্প সংগঠন কর্তৃক যাচাইকৃত উপকারভোগী শ্রমিকের তালিকা প্রয়োজনবোধে কারখানার পে-রোল ও অন্যান্য তথ্য যাচাই করবে এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করবে;

(খ) বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত তালিকা মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করবে;

(গ) শ্রম অধিদপ্তর চূড়ান্ত অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য iBAS++ এর G2P সুবিধা অনুসরণ করে চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয়ে বিল দাখিল করবে;

(ঘ) চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইন্যান্স অফিসারের কার্যালয় নগদ সহায়তা পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকে ইএফটি প্রেরণ করবে এবং G2P পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগী শ্রমিকের নিজস্ব ব্যাংক একাউন্ট বা মোবাইল ব্যাংক একাউন্টে নগদ সহায়তার অর্থ পরিশোধ করা হবে। এক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক চার্জ বা মোবাইল অপারেটরদের ক্যাশ আউট চার্জ প্রয়োজন হলে তা সরকার কর্তৃক পরিশোধ করা হবে;

১০. কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি :

এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি বাস্তবায়ন কমিটি থাকবে :

(ক) বাস্তবায়ন কমিটির গঠন :

১.	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সভাপতি
২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	চিফ অ্যাকাউন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অফিসার, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	রপ্তানিমুখী শিল্প সংগঠনসমূহের প্রেসিডেন্ট	সদস্য
৬.	ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন/উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	শ্রম অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত একজন কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কর্মপরিধি :

১. কারখানা কর্তৃক নির্বাচিত ও শিল্প সংগঠন কর্তৃক যাঁচাইকৃত উপকারভোগী শ্রমিকের তালিকা বাছাই ও অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

২. বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ, সমন্বয় সাধন এবং বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কোনো সমস্যার উদ্ভব হলে তা সমাধান;

৩. বাস্তবায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা এবং তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং

৪. কমিটি মাসে ন্যূনতম একদিন সভায় মিলিত হবে। সুষ্ঠু বাস্তবায়নের স্বার্থে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সভা আয়োজন করা হবে।

(গ) সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কমিটিতে কো-অপ্ট করতে পারবে;

১১. নগদ সহায়তা বাতিল ও বিতরণকৃত নগদ সহায়তা ফেরত :

কোনোরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদানের মাধ্যমে বা নীতিমালা অনুযায়ী প্রাপ্য নন এমন কোনো ব্যক্তি নগদ সহায়তার সুবিধা পেয়ে থাকলে তা উদঘাটিত হওয়ার সাথে সাথে শ্রম অধিদপ্তর সে নগদ সহায়তা বাতিল করতে পারবে। এমন প্রদানকৃত নগদ সহায়তা The Public Demands Recovery Act, 1913 অনুযায়ী ফেরতযোগ্য হবে।

১২. পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে। এ লক্ষ্যে নিম্নরূপ একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি থাকবে :

(ক) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটির গঠন :

১.	সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
২.	মহাপরিচালক, শ্রম অধিদপ্তর	সদস্য
৩.	মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সামাজিক নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট)	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	সদস্য
৭.	রপ্তানিমুখী শিল্প সংগঠনসমূহের প্রেসিডেন্ট	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন	সদস্য
৯.	প্রতিনিধি, ফেডারেল জার্মান সরকার	সদস্য
১০.	অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

(খ) কমিটির কর্মপরিধি :

১. কার্যক্রম বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

২. উপকারভোগী নির্বাচন, নগদ সহায়তা বিতরণ ইত্যাদি সংক্রান্তে কোনো অভিযোগ থাকলে তা নিসরন;

৩. উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে সমন্বয় সাধন;

৪. এই নীতিমালায় কোনোরূপ সংশোধন, সংযোজন বা পরিমার্জনের প্রয়োজন হলে তার উদ্যোগ গ্রহণ;

৫. কার্যক্রমের মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন।

(গ) সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্বার্থে কমিটি প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে কমিটিতে কোপ-অপ্ট করতে পারবে।

১৩. কার্যক্রমের অর্থায়ন :

অর্থ বিভাগ শ্রম অধিদপ্তরের অনুকূলে এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে। কার্যক্রমটি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও ফেডারেল জার্মান সরকার বাজেট সাপোর্টের মাধ্যমে অর্থায়ন করবে।

১৪. কার্যক্রমের ভবিষ্যত রূপরেখা :

২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কার্যক্রমটি এই নীতিমালার আলোকে বাস্তবায়িত হবে। প্রথম দুই বছর সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, সরকার এ কার্যক্রমকে একটি স্থায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে পরিণত করার জন্য উদ্যোগ নিতে পারবে। এক্ষেত্রে, অপর কোনো উন্নয়ন সহযোগী অর্থায়ন করতে আগ্রহী হলে তাও গ্রহণ করা যাবে।

১৪. (ক) শ্রম অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমটি ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের পরেও চলমান থাকবে।

১৪ (খ) কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণা :

বৈধ উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রম অধিদপ্তর এই কার্যক্রমের প্রচার-প্রচারণায় ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞাপন প্রচার, লিফলেট ও পোস্টার ছাপানো এবং বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

মোঃ এহছানে এলাহী
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd